যুগান্তর

তারিখ ... 09 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৮ ...

সংহতি সমাবেশ

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিও দিন

যুগান্তর রিপোর্ট

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দেশের বিশিষ্ট নাগরিকরা। রোববার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শিক্ষকদের লাগাতার অবস্থানস্থলে অনুষ্ঠিত এক সংহতি সমাবেশে তারা এ আহ্বান জানান। এ স্থানটিতে শিক্ষকরা একই দাবিতে গত ১২ দিন ধরে অনশন ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন।

বেলা ১১টার দিকে নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ফেডারেশন এ কর্মসূচি শুরু করে। সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক এশারত আলীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, সিপিবির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আবু জাফর আহমেদ, তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, সিনিয়র সাংবাদিক ও কলাম লেখক আবু সাঈদ খান, বাসদের কেন্দ্রীয় নেতা রাজেকুজ্জামান রতন, স্বদেশ পার্টির সভাপতি রফিকুল ইসলাম মন্টু, দৈনিক শিক্ষাবার্তার সম্পাদক অধ্যাপক এএন রাশেদা। আরও বক্তৃতা করেন— বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (বাশিস) সভাপতি নজরুল ইসলাম রনি, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ও শিক্ষক কর্মচারী মহা-ঐক্যজোটের সভাপতি বাছির উদ্দিন, শিক্ষক কর্মচারী মহা-ঐক্যজোটের সিনিয়র সহ-সভাপতি আবদুল কাদের ভূঁইয়া, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (বাশিস) ঢাকা মহানগর সভাপতি মিজানুর রহমান, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি জনার্দন দত্ত নাটু, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী শম্পা বসু, মানবাধিকার সংস্থা ইভাফের প্রতিনিধি শামসুজ্জোহা তুহিনসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার নেতারা।

বক্তারা সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এমপিওর দাবিতে দীর্ঘ ২ সপ্তাহ ধরে অবস্থান, অনশন এবং লাগাতার অবস্থান করার পরও সরকারের তরফে শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি। এ ধরনের ঘটনা কাঙ্ক্ষিত নয়। তারা বলেন, সরকার নিম্ন মধ্যম আয় এবং ক্ষুধামুক্ত দেশ হয়েছে বলে দাবি করেন। অথচ এসব শিক্ষকের কোনো আয় নেই, তারা পরিবার-পরিজনসহ বছরের পর বছর অভুক্ত অবস্থায় রয়েছেন। শিক্ষকদের অভুক্ত রেখে মানসম্মত শিক্ষা দান সম্ভব নয়। তারা অনতিবিলম্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করে শিক্ষক-কর্মচারীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফেরার ব্যবস্থা করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

রোববার ছিল শিক্ষকদের আন্দোলনের ১৪তম দিন। এর আগে ২৬-২৭ অক্টোবর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ও ২৮-২৯ অক্টোবর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তারা। তারপর ৩০ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত লাগাতার ৬ দিন অনশন কর্মসূচি পালন করেন। এতে বিপুলসংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই নাগরিক সমাজের অনুরোধে তারা অনশন কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেন। বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ শিক্ষকদের অনশন ভাঙান। কিন্তু তারপরও এমপিওভুক্তির দাবি আদায় না হওয়ায় শিক্ষক নেতারা অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন।